



বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল  
ইস্তাম্বুল, তুরস্ক

## সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইস্তাম্বুল, ০৮ আগস্ট ২০২২: ইস্তাম্বুলস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯২তম জন্মবার্ষিকী পালন করে। কনস্যুলেটের ফ্রেন্ডশিপ হলে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় ইস্তাম্বুলে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কনস্যুলেটের কর্মকর্তারা দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করেন। এরপর বঙ্গমাতার গৌরবময় জীবন ও কর্মের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নুরে-আলম শোকাবাহ আগস্ট এ -সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কনসাল জেনারেল বলেন, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশ পুনর্গঠনের কাজে বঙ্গমাতা অসামান্য ঐশ্বর্য, অসীম সহিষ্ণুতা ও অনন্যসাধারণ বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ‘শুধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সহধর্মিণী নয়, বঙ্গমাতা ছিলেন বাঙ্গালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিক সংগ্রামের অন্যতম সহযোদ্ধা’, কনসাল জেনারেল নুরে-আলম যোগ করেন। জাতির পিতাকে দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অধিকাংশ সময়ই কারাবরণ করতে হয়েছে, তখন বঙ্গমাতা এক হাতে যেমন সংসার সামলিয়েছেন, সন্তানদের লালন-পালন করেছেন, তেমনি অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তিসহ দল পরিচালনায় নেতা-কর্মীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনি বঙ্গবন্ধুকে সহযোগিতা দিয়েছেন। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা- প্রতিটি আন্দোলনে বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুকে আত্মবিশ্বাসের সাথে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার সাহস ও প্রেরণা দিয়েছিলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জাতির পিতার পাশে থেকে দেশ ও জাতির মঙ্গলকাজক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। আত্মত্যাগ ও কর্মের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন একটি সংগ্রামমুখর জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কনসাল জেনারেল নুরে-আলম বলেন, ‘প্রত্যেক বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় ধুবতারার মত জাজ্বল্যমান বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব; যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন তিনি মিশে থাকবেন আমাদের অস্তিত্বে’।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গমাতার সংগ্রামী জীবন, ত্যাগ ও আদর্শ-দর্শন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনুকরণীয় ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে উপস্থিত সকলে মত প্রকাশ করেন।

